বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
স্বাধীনতা ভবন
৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
প্রশাসন বিভাগ
(www.bffwt.gov.bd)

বিষয়: দেশের সকল পর্যায়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ও ভিশন-২০৪১ সম্পর্কে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ব্যাপকভাবে প্রচারের নিমিত্ত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিরণী

সভাপতি	:	এস এম মাহাবুবুর রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
সভার তারিখ	:	৩০/০৪/২০২৩ খ্রিঃ
সভার সময়	:	বেলা ০৩.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	সভাকক্ষ (৫ম তলা), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ৮৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
সভায় উপস্থিতি	:	সংযোজনী-"ক"

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত ট্রাস্টের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর সেনানী সকল শ্রেণির বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি গত ১৩/১১/২০২২খ্রি: তারিখে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের জন্য ট্রাস্টের সচিব (উপসচিব)-অনুরোধ জানান।

০২। অত:পর ট্রাস্টের সচিব (উপসচিব) গত ১৩/১১/২০২২খ্রি: তারিখে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন গত ১৩/১১/২০২২খ্রি: তারিখে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটির ১ম সভার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত রয়েছে:

সভার সিদ্ধান্ত নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.২	দেশের সকল পর্যায়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ও ভিশন-২০৪১ সম্পর্কে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক

উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত দেশের সকল পর্যায়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ও ভিশন-২০৪১ সম্পর্কে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ব্যাপকভাবে প্রচারের অংশ হিসেবে ট্রাস্টের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আজকের সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ও ভিশন-২০৪১ বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত সকলকে নিম্নলিখিত বিষয়ে অবহিত করেন:

চলমান পাতা-০২

(ক) স্মার্ট বাংলাদেশ হলো বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিশ্রুতি ও শ্লোগান যা ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের পরিকল্পনা;

- স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে মূলত বোঝায় প্রযুক্তিনির্ভর জীবনব্যবস্থা, যেখানে সব ধরনের নাগরিক সেবা থেকে শুরু করে সব কিছুই স্মার্টলি করা যাবে। যেখানে ভোগান্তি ছাড়া প্রতিটি নাগরিক পাবে অধিকারের নিশ্চয়তা এবং কর্তব্য পালনের সুবর্ণ সুযোগ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বপ্রথম এই প্রতিশ্রুতি ও শ্লোগান দেন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ ডিসেম্বর ২০২২ সালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে সর্বপ্রথম 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার কথা বলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা আগামী ৪১' সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব এবং বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ।'

(খ) <u>স্মার্ট বাংলাদেশ এর ৪টি স্তম্ভ হচ্ছে :</u>

- স্মার্ট সিটিজেন ;
- স্মার্ট ইকোনমি;
- স্মার্ট গভর্নেন্স; এবং
- স্মার্ট সোসাইটি

স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি-এ শব্দগুলোর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই স্মার্ট বাংলাদেশ থিওরিকে বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভব। যার মূল সারমর্ম হলো-দেশের প্রত্যেক নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে, উইথ স্মার্ট ইকনোমি; অর্থাৎ, অর্থনীতির সব কার্যক্রম আমরা এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিচালনা করব। স্মার্ট গভর্নমেন্ট ইতোমধ্যে আমরা অনেকটা করে ফেলেছি। সেটিও করে ফেলব। আর আমাদের গোটা সমাজটাই হবে স্মার্ট সোসাইটি।

(গ) স্মার্ট বাংলাদেশ-এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে নিম্নের ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে কাজ করা যেতে পারে:

* স্মার্ট সিটি
* স্মার্ট ভিলেজ
* স্মার্ট শিক্ষা
* স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা
* স্মার্ট সামাজিক সুরক্ষা
* স্মার্ট কৃষি
* স্মার্ট ম্যানুফেকচারিং
* স্মার্ট সেবাখাত
* স্মার্ট প্রশাসন
* স্মার্ট ইউটিলিট

( ) ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিভিত্তিক, জ্ঞানভিত্তিক এবং উদ্ভাবনী বাংলাদেশ। এই লক্ষ্য অর্জনে নিম্নের প্রযুক্তিতে আমাদের মনোযোগী হতে হবে:

- আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স
- রোবোটিক্স
- মাইক্রোচিপ ডিজাইনিং অ্যান্ড ম্যানুফেকচারিং
- সাইবার সিকিউরিটি
- ব্লক চেইন
- আইওটি
- বিগ ডাটা এনালাইটিকস
- ক্লাউড কম্পিউটিং
- এ আর/ভি আর
- বায়ো/ন্যানো টেকনোলজি
- ড্রোন, ইত্যাদি

(ঙ) স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সরকারের উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ:

সরকারের পরবর্তী ভিশন 'স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১' বাস্তবায়নে ১৪টি কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এসব সিদ্ধান্ত এসেছে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স'-এর তৃতীয় সভা হতে যেখানে ডিজিটাল বাংলাদেশের পর ভবিষ্যত বাংলাদেশের রূপরেখা দেন প্রধানমন্ত্রী। ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের নাম পরিবর্তন করে 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' গঠন করেছে সরকার। স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয় :

১। বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি এবং উদ্ভাবনী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠায় স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ ভিশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' গঠিত হবে। এটি বাস্তবায়ন করবে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ।

২। অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ গড়ে তোলা এবং পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসতে ডিজিটাল ইনক্লুশন ফর ভারনারেবল এক্সেপশন (ডাইভ) উদ্যোগের আওতায় আত্মকর্মসংস্থানভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ। বাস্তবায়নের দায়িত্ব তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের।

৩। শিক্ষার্থীদের অনলাইন কার্যক্রম নিশ্চিতে 'ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ, ওয়ান ড্রিম' এর আওতায় শিক্ষার্থীদের ল্যাপটপ সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। যা বাস্তবায়ন করবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ

৪। স্মার্ট ও সর্বত্র বিরাজমান সরকার গড়ে তুলতে ডিজিটাল লিডারশিপ অ্যাকাডেমি স্থাপন। বাস্তবায়ন করবে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ ।

চলমান পাতা-০৪

৫। ক্ষুদ্র, কুটির, ছোট, মাঝারি ব্যবসাগুলোর জিডিপিতে অবদান বাড়াতে এন্টারপ্রাইজভিত্তিক ব্যবসাগুলোকে বিনিয়োগ উপযোগী স্টার্টআপ হিসেবে প্রস্তুত করা। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে রয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ।

৬। অন্টারনেটিভ স্কুল ফর স্টার্টআপ এডুকেটরস অব টুমোরো (এসেট) প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এটি বাস্তবায়ন করবে।

৭। বাংলাদেশ নলেজ ডেভেলপমেন্ট পার্ক নির্মাণ ও পরিচালনা। এটি বাস্তবায়নে থাকছে হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ।

৮। সেন্টার ফর লার্নিং ইনোভেশন অ্যান্ড ক্রিয়েশন অব নলেজ (ক্লিক) স্থাপন। বাস্তবায়নে থাকছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল।

৯। এজেন্সি ফর নলেজ অন অ্যারোনটিক্যাল অ্যান্ড স্পেস হরাইজন (আকাশ) প্রতিষ্ঠা। বাস্তবায়নে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ।

১০। সেলফ অ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড এন্টরপ্রেইনরশিপ ডেভেলপমেন্ট (সিড) প্লাটফর্ম স্থাপন। এটি বাস্তবায়ন করবে হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ।

১১। কটেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লিংকেজ ল্যাব (সেল) স্থাপন। তথ্যপ্রযুক্তি অধিদপ্তর এটি বাস্তবায়ন করবে।

১২। সার্ভিস এগ্রিগ্রেটর ট্রেইনিং (স্যাট) মডেলে সরকারি সেবা ও অবকাঠামো নির্ভর উদ্যোক্তা তৈরি করা। বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ।

১৩। সকল ডিজিটাল সেবাকে কেন্দ্রিয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডে নিয়ে আসা। এটি বাস্তবায়নে থাকবে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগ।

১৪। ডেটা নিরাপত্তা আইন, ডিজিটাল সার্ভিস আইন, শেখ হাসিনা ইন্সটিটিউট অব ফন্ট্রিয়ার টেকনোলজি (শিফট) আইন, ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিওরশিপ অ্যাকাডেমি (আইডিয়া) আইন, এজেন্সি ফর নলেজ অন অ্যারোনটিক্যাল অ্যান্ড স্পেস হরাইজন (আকাশ) আইন, ডিজিটাল লিডারশিপ অ্যাকাডেমি আইন ও জাতীয় স্টার্টআপ পলিসি প্রণয়ন। এ বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করবে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ।

(চ) স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

- ❑ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উদ্ভাবনী ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অত্যাধুনিকপাওয়ার গ্রিড, গ্রিন ইকোনমি, দক্ষতা উন্নয়ন, ফ্রিল্যান্সিং পেশাকে স্বীকৃতি প্রদান এবং নগর উন্নয়নে কাজ করছে।
- ❑ আইসিটি বিভাগ জনবান্ধব সেবা প্রদানে ইতোমধ্যে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কাজ শুরু করেছে। আইসিটি বিভাগ হতে ডিজিটাল কানেক্টিভিটির উপর গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি হবে পরবর্তী উন্নয়নের মহাসড়ক। এই মহাসড়ক ছাড়া স্মার্ট সিটি বা স্মার্ট টেকনোলজি কোনোটাই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। বাংলাদেশ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অনেক এগিয়ে রয়েছে। ২০২১ সালেই পরীক্ষামূলকভাবে দেশে ফাইভজি (5G) সেবা চালু করা হয়েছে এবং এরইমধ্যে ফাইভজি (5G) কানেক্টিভিটি সেবা নিয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা হয়েছে। স্মার্ট সিটি ও স্মার্ট ভিলেজ বিনির্মাণে স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি ও শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে আমাদেরকে ফাইভজি কানেক্টিভিটির সুবিধাকে কাজে লাগাতে হবে।

- চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বিভিন্ন প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করার জন্য বুয়েট-এ এরই মধ্যে রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার ফর সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং স্থাপন করা হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত গ্রামের উন্নয়নের জন্য এগ্রিকালচার, পাওয়ার এবং অন্যান্য সেক্টরের উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাজ করা হচ্ছে। দেশের প্রেক্ষাপটে স্মার্ট এগ্রিকালচার তৈরিতে বুয়েট এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় একসাথে কাজ করছে। স্মার্ট ভিলেজের অন্যতম উপাদান স্মার্ট এগ্রিকালচার। স্মার্ট এগ্রিকালচার-এর জন্য আইওটি ডিভাইস ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- স্মার্ট এগ্রিকালচারের জন্য ন্যানো টেকনোলজি এবং এআই ব্যবহার করে পরিকল্পনামাফিক কতটুকু সার ও ওষুধ দেওয়া লাগবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব। প্রযুক্তি ব্যবহারে আগামী দুই বছরে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব হবে। উচ্চফলনশীল ধান চাষাবাদের মাধ্যমে আগামীতে ধানের উৎপাদন বহুগুণে বাড়াবে। ধানে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে এবং আমদানি না করতে হলে আমাদেরকে কোনো দুঃচিন্তা করতে হবে না।

- স্মার্ট সিটি বলতে এমন এক নগরায়নকে বুঝায় যেখানে ন্যূনতম পরিবেশগত প্রভাব নিশ্চিত করে কোনো একটি শহরের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের পাশাপাশি নাগরিকদের জন্য উন্নততর জনবান্ধব সেবা প্রদানে আধুনিক প্রযুক্তিগুলোকে কাজে লাগানো হবে। স্মার্ট সিটিতে অনেকগুলো উপাদান থাকলেও বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবিত স্মার্ট সিটি কাঠামোতে স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট ট্রান্সপোর্টেশন, জননিরাপত্তা, স্মার্ট ইউটিলিটিজ এবং নগর প্রশাসনসহ মোট ৫টি উপাদান এবং পরিষেবাকে মোটাদাগে চিহ্নিত করা হয়েছে।

- অন্যদিকে, স্মার্ট ভিলেজ বলতে এমন এক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং উন্মুক্ত উদ্ভাবনী প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় নাগরিকরা বিশ্ব বাজারে সাথে যোগাযোগের সুযোগ পাবে। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে btbhtt-র বিভিন্ন সেবা প্রদান ব্যবস্থাকে উন্নত করা, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বিকাশে স্মার্ট ভিলেজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

- স্মার্ট সিটি বিনির্মাণে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে স্মার্ট সিটির কনসেপ্ট বাস্তবায়নে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এরইমধ্যে কাজ করা শুরু করেছে। এলক্ষ্যে সবার ঢাকা অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে করা ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৬৭টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ডিএনসিসিতে ৪৮ হাজার স্মার্ট লাইট স্থাপন করা হয়েছে যা মোবাইল ফোন থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এসব লাইটের আলো প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা হচ্ছে। অনলাইনে ট্যাক্স আদায় শুরু করা হয়েছে। ড্রোনের মাধ্যমে ১ লক্ষ ২৮ হাজার বাসা-বাড়িকে সার্ভের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স এবং আইওটি এর মাধ্যমে ২,৩৫০টি স্থানে ডিজিটাল কার পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নাগরিক সেবার সকল কার্যক্রমকে পর্যায়ক্রমে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে।

(ছ) স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

(১) ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে।

(২) অনলাইনে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রেরণ করা হচ্ছে।

(৩) অনলাইনে বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৪) অনলাইনে ভাতাভোগিদের তথ্য সংগ্রহ সফটওয়ার প্রস্তুত করা হয়েছে।

(৫) নির্ভুলভাবে ডুপ্লিকেশন একাউন্ট যাচায়ান্তে সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজ ও অটোমেশন পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতার সিট প্রস্তুত করা হয়।

(৬) ডিজিটাল ফাইল রেজিস্টার প্রস্তুত করা হয়েছে।

(৭) সমন্বিত তালিকা প্রণয়নের জন্য সফটওয়ার প্রস্তুত করা হয়েছে।

(জ) ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

(১) অনলাইনে ভাতাপ্রাপ্তির জন্য আবেদন গ্রহণ সংক্রান্ত সফটওয়ার প্রস্তুতকরণ।

(২) সুবিধাভোগীদের জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাইকরণের জন্য এপিআই প্রস্তুতকরণ।

(৩) এ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ।

০৩। এ বিষয়ে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী, বীর প্রতীক বলেন, বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নপূরণ এবং ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ হবে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয় বাস্তবতা। এখন 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ও ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলা। তিনি বলেন, তাঁরা জানেন ভিশন শব্দের অর্থ হচ্ছে দৃষ্টি বা দেখা। এর এখানে ভিশন বলতে বোঝানো হয়েছে একটি উদ্দেশ্য এবং দিনবদলের পালা। রূপকল্প ২০৪১-এর মুখবন্ধে বলা হয়েছে আলোকোজ্জল ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ। শুরু হয়েছে মধ্যম আয়ের দেশ হতে উন্নত আয়ের দেশে উত্তরণের ঐতিহাসিক কালপর্ব। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ সুখী এবং 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন-২০৪১ সম্পর্কে গৃহীত কার্যক্রম ব্যাপকভাবে প্রচারের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত থাকতে পেরে বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বর্তমান ব্যবস্থাপনার বলিষ্ট নেতৃত্বে গতি সঞ্চারিত হয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন-২০৪১ অর্জনে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

০৪। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফ বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ মুক্তিকামী জনগণের দৃষ্টিতে সমার্থ। তিনিই বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার। এই বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনি নিজে দেখেছেন এবং মুক্তিকামী জনগণকে দেখিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু মানেই একটি দর্শন, একটি চেতনা। যে চেতনায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে আজ আমরা এগিয়ে চলেছি তাঁরই সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা'র স্বপ্ন অনুযায়ী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার দিকে। বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে তা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এক সময়ের তলাবিহীন ঝুঁড়ি বাংলাদেশ এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ জয় করে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ এখন অনেক দেশের জন্য উদাহরণ। আমি মনে করি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টই সর্ব প্রথম 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ও ভিশন-২০৪১ সম্পর্কে গৃহীত কার্যক্রম ব্যাপকভাবে প্রচারের অংশ হিসেবে স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে সভার আয়োজন করেছে। এজন্য তিনি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

০৫। পরিশেষে সভাপতি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে ঘোষণা করেছিলেন রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তব। এ লক্ষ্য অর্জিত হবার পর আমাদের পরবর্তী গন্তব্য রূপকল্প ২০৪১: স্মার্ট বাংলাদেশ। ভবিষ্যৎ স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত এবং উদ্ভাবনীমূলক। অর্থাৎ সব কাজই হবে স্মার্ট। যেমন স্মার্ট শহর ও স্মার্ট গ্রাম বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট ট্রান্সপোর্টেশন, স্মার্ট ইউটিলিটিজ, নগর প্রশাসন, জননিরাপত্তা, কৃষি, ইন্টারনেট সংযোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। অনলাইনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ, ওয়ান ড্রিমের উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর আওতায় সব ডিজিটাল সেবা কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ অর্জনের মাধ্যমে আমরা জ্ঞান ভিত্তিক, উদ্ভাবনী ও অন্তর্ভূক্তিমূলক উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হব।

০৬। অত:পর 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ও ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সকলের সহযোগিতা কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(এস এম মাহাবুবুর রহমান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
ফোনঃ ২২৩৩৮১৮১৩

স্মারক নম্বর-৪৮.০১.০০০০.১০২.৬০.০০১.২৩-৪৮৭

তারিখ: ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ ব:
১৬ মে ২০২৩ খ্রি:

<u>অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

০১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
০২। পরিচালক (শিল্প ও বাণিজ্য/অর্থ/কল্যাণ)/সচিব, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
০৩। সচিবের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৪। প্রশাসন বিভাগ/কল্যাণ বিভাগ/হিসাব শাখা/নিরীক্ষা শাখা/প্রকৌশল শাখা/আইসিটি সেল, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
০৫। সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)
০৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য
০৭। জনাব ....
০৮। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

(তরফদার মোঃ আক্তার জামীল)
সচিব (উপসচিব)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট